পরিচ্ছেদ–৪ ‖ সন্ধি

সৃষ্টিশীল জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জন: পাঠ-অধ্যয়নের প্রত্যাশিত প্রাপ্তি

দুটি শব্দের ধ্বনির মিলন বা পরিবর্তনকে সন্ধি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারবে ● স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধির মূল নিয়ম ও উদাহরণ দিয়ে শব্দ সৃষ্টি করতে পারবে ● পূর্বপদ ও পরপদে ধ্বনির মিলন, লোপ বা রূপান্তর করে নতুন শব্দ গঠন করতে পারবে ● বিসর্গসন্ধি, র-জাত ও স-জাত বিসর্গের ব্যবহার ও নিয়ম অনুধাবন করতে পারবে ● খাঁটি বাংলা ও তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের সন্ধির বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগ বিশ্লেষণ করতে পারবে ● ধ্বনিগত পরিবর্তন দ্বারা উচ্চারণ সহজ ও শ্রুতিমধুর করার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে ● সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য চিহ্নিত করে ভাষাগত বিশ্লেষণে প্রয়োগ করতে পারবে ● ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণের সংযুক্তি, লোপ বা দ্বিত্ব অনুসারে ঠিক বানান লিখতে পারবে ● নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি এবং ব্যতিক্রমী সন্ধির উদাহরণ চিহ্নিত করতে পারবে ● যৌগিক শব্দের সন্ধি বিশ্লেষণ করে শ্রুতিমধুর ও স্বচ্ছ উচ্চারণ নিশ্চিত করতে পারবে ● সমাসবদ্ধ শব্দের সঙ্গে সন্ধির ব্যবহার তুলনা করে ব্যাকরণিক বিচার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে ● বাংলা শব্দ ও বাক্যে সন্ধির নিয়ম প্রয়োগ করে সৃজনশীল, শুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারবে।

ভাষা কেবল ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়, এটি এক চমৎকার সংগীতও বটে। যখন আমরা কথা বলি, তখন আমাদের উচ্চারণ স্বাভাবিকভাবেই গতি পায়; কখনো ধীর, কখনো দ্রুত। দ্রুত উচ্চারণের সময় অনেক ক্ষেত্রে দুটি শব্দের কাছাকাছি থাকা ধ্বনিগুলো একত্রিত হয়ে যায় বা পরিবর্তিত হয়। ব্যাকরণে এই অনন্য শব্দসংযোগকে বলা হয় সন্ধি।

সন্ধি ও সমাসের পরস্পর মিলনযোগ্য দুই বা বহু পদের মিলনের নাম সমাস। এইরূপ মিলনকালে দুইটি সন্নিহিত বা নিকটবর্তী বর্ণ মিলিয়া যে রূপান্তর প্রাপ্ত হয় তাহার নাম সন্ধি।[১]

ধরো, কেউ যদি বলে– 'আমি বিদ্যা আলয়ে যাব।' দ্রুত উচ্চারণ করতে গেলে এটি হয়ে যায় 'আমি বিদ্যালয়ে যাব।' এখানে 'বিদ্যা' শব্দের 'আ' ধ্বনি এবং 'আলয়' শব্দের 'আ' ধ্বনি মিলে 'বিদ্যালয়' তৈরি করেছে। এটি সন্ধির এক অনন্য উদাহরণ।

সন্ধি: ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ

'সন্ধি' শব্দের অর্থ 'মিলন'। ব্যাকরণে এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে দুটি ধ্বনির সংযোগ ঘটে, ফলে শব্দের গঠনে পরিবর্তন আসে। সাধারণত একটি শব্দের শেষ ধ্বনি এবং পরবর্তী শব্দের প্রথম ধ্বনি একত্রিত হয়ে নতুন রূপ নেয়। এই পরিবর্তন কখনো মিলনের মাধ্যমে, কখনো পরিবর্তনের মাধ্যমে, আবার কখনো ধ্বনি লোপের মাধ্যমে ঘটে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞার্থ

উভয়ের মিলনের নাম সন্ধি। যদ্যপি বঙ্গভাষাতে সন্ধি হয় না, তথাপি ঐ ভাষার অন্তর্ব্বর্ত্তি অনেক অনেক সংস্কৃতিনানুযায়ি ভাষা আছে তাহাদের সন্ধি হয়।[২]

(১) মহা + আশয় = মহাশয়; (২) পশু + আদি = পশ্বাদি; (৩) অতঃ + এব = অতএব; (৪) উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস। এই উদাহরণগুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে, দুইটী বর্ণ অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য (১) তাহারা উভয়ে মিলিয়া এক বর্ণ হয়, বা (২) তাহাদের একের রূপান্তর হয়, কিংবা (৩) একের লোপ হয়, অথবা (৪) উভয়ের রূপান্তর হয়। এই বর্ণদ্বয়ের মিলনকে সন্ধি (Euphonic Combination) বলে।[৩]

দুইটা (বা কচিৎ দুইটীর অধিক) ধ্বনি একই পদে বা দুইটা বিভিন্ন পদে পাশাপাশি অবস্থান করিলে, দ্রুত উচ্চারণের ফলে সেই দুইটার মধ্যে আংশিক বা পূর্ণ–ভাবে মিলন হয়, কিংবা একটার লোপ হয়, অথবা একটা অপরটার প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। এইরূপ মিলন বা লোপ বা পরিবর্তনকে সন্ধি বলে।[৪]

১. মৌলভী মজিবর রহমান, সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ (২য় ভাগ), প্রথম সংস্করণ ১৩৩৮, পৃ. ১০৬
২. শ্রী ব্রজকিশোর গুপ্ত, বঙ্গভাষা ব্যাকরণ, কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'স প্রেস, ১৯৫৩, পৃ. ৮
৩. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা, ১৩৪২, পৃ. ১২
৪. শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সংক্ষিপ্ত ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৫২, পৃ. ৭২

সন্ধির ধরন ও পরিবর্তন

সন্ধির ফলে শব্দের গঠন কীভাবে পরিবর্তিত হয়, তা বোঝার জন্য নিচের চারটি প্রধান রূপ লক্ষ করা যায়–

১. দুটি ধ্বনির একত্রিত হয়ে নতুন ধ্বনিতে রূপান্তরিত হওয়া–
উদাহরণ: শত + অধিক = শতাধিক (অ + অ = আ); বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয় (আ + আ = আ)

২. কোনো একটি ধ্বনি লোপ পাওয়া–
উদাহরণ: নিঃ + চয় = নিশ্চয় (ঃ + চ = শ্চ); চার্ + টি = চাট্টি (র্ + টি = ট্টি)

৩. পূর্বধ্বনি পরিবর্তিত হওয়া–
উদাহরণ: অনু + ঊর্ধ্ব = অনূর্ধ্ব (উ → ঊ); সৎ + আশয় = সদাশয় (ৎ → দ)

৪. পরের ধ্বনি পরিবর্তিত হওয়া–
উদাহরণ: প্র + ছদ = প্রচ্ছদ (ছ → চ্ছ); রাজ + নী = রাজ্ঞী (ন → ঞ)

৫. উভয় ধ্বনির পরিবর্তন হয়ে নতুন ধ্বনির সৃষ্টি হওয়া–
উদাহরণ: উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস (উৎ →→ উচ্ছ); পদ + হতি = পদ্ধতি (দ + হ → ধ)

সন্ধির প্রয়োজনীয়তা

সন্ধি ভাষাকে সহজ, মধুর ও সমৃদ্ধ করে তুলে। এটি শুধু উচ্চারণ সহজ করে না বরং বানান, শব্দগঠন ও ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১. **ভাষাকে সংক্ষিপ্ত করে নতুন শব্দ তৈরি করে:** সন্ধির ফলে দীর্ঘ শব্দ বা বাক্যাংশ সংক্ষিপ্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়। যেমন– সম + ন্যাস = সন্ন্যাস।

২. **শব্দকে শ্রুতিমধুর করে:** সন্ধিজাত শব্দ উচ্চারণে মনোমুগ্ধকর শোনায় এবং ভাষার শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি করে। যেমন– বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়।

৩. **উচ্চারণকে সহজতর করে:** দুটি সন্নিহিত ধ্বনি মিলে গিয়ে বা পরিবর্তিত হয়ে উচ্চারণের সাবলীলতা নিশ্চিত করে। যেমন– শত + অধিক = শতাধিক।

৪. **ধ্বনিগত মাধুর্য বৃদ্ধি করে:** সন্ধির মাধ্যমে ভাষার ধ্বনিগত সৌন্দর্য বাড়ে এবং বাক্যের সুর সৃষ্টি হয়। যেমন– উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস।

৫. **যৌগিক শব্দ গঠনে সাহায্য করে:** সন্ধি ভাষার কাঠামো সুসংগঠিত করে যৌগিক শব্দ তৈরিতে সহায়তা করে। যেমন– নব + অন্ন = নবান্ন।

৬. **বানান ও উচ্চারণে সৌকর্য বৃদ্ধি করে:** সন্ধির কারণে শব্দের বানান ও উচ্চারণ আরও শুদ্ধ ও সহজতর হয়। যেমন– নিঃ + চয় = নিশ্চয়।

৭. **শুদ্ধ বানান লিখতে সাহায্য করে:** সন্ধি সঠিক বানান চিহ্নিত করতে সাহায্য করে এবং বানানের ভুল কমিয়ে আনে।

সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য

সন্ধি ও সমাস উভয়ই শব্দ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও এগুলোর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

সন্ধি	সমাস
সন্ধি হলো ধ্বনির মিলন। এটি উচ্চারণকে সহজ ও শ্রুতিমধুর করে তুলে।	সমাস হলো পদের সংক্ষেপণ। এটি বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে এক পদের রূপ দেয়।
ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।	রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।
সন্ধিকে বলা হয় শব্দালংকার।	সমাসকে বলা হয় বাক্যালংকার।

সন্ধি	সমাস
ধ্বনি পরিবর্তন বা সাম্য লাভের ভাষিক ক্রিয়া।	অর্থবোধক দুই বা ততোধিক পদের একপদীকরণ।
সন্ধির উদ্দেশ্য উচ্চারণ সহজ করা ও ধ্বনিগত মাধুর্য সৃষ্টি করা।	সমাসের উদ্দেশ্য বাক্য সংক্ষিপ্তকরণ ও ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা।
সন্ধি ধ্বনিকে সুসমন্বিত করে।	সমাস একাধিক পদকে একপদে পরিণত করে।
সন্ধিতে অর্থের পরিবর্তন ঘটে না।	সমাসে পদের অর্থের সংহতি ঘটে।
সন্ধিতে বিশ্লেষণের জন্য ব্যাসবাক্যের প্রয়োজন হয় না।	সমাস বিশ্লেষণে ব্যাসবাক্য প্রয়োজন।
সন্ধিতে বিভক্তি লোপ পায় না।	বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সমাসে বিভক্তি লোপ পায়।
সন্ধিতে ধ্বনির সংকোচন হয়।	সমাসে পদের সংকোচন হয়।
সন্ধিতে উচ্চারণ প্রাধান্য পায়।	সমাসে অর্থ প্রাধান্য পায়।
সন্ধি অর্থ মিলন বোঝায়।	সমাস অর্থ সংক্ষেপণ বোঝায়।
বাংলা সন্ধি প্রধানত দুই প্রকার।	সমাস ছয় প্রকার।
সন্ধিজাত শব্দ ভাষাকে শ্রুতিমধুর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলে। যেমন– রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র।	সমাস ভাষাকে শক্তিশালী ও সংক্ষিপ্ত করে তুলে। যেমন– কবি + কুল = কবিকুল।

সন্ধি ও সমাস উভয়ই ভাষাকে সমৃদ্ধ করে, তবে সন্ধি উচ্চারণ ও ধ্বনির পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব দেয়, আর সমাস বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

সন্ধির প্রকারভেদ

দুই বর্ণ পরস্পর অত্যন্ত সন্নিহিত হইলে, উভয়ে মিলিত হয়। এই মিলনকে সন্ধি (সংহিতা) বলে। সন্ধি তিন প্রকার– স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি। স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে যে সন্ধি হয়, তাহা স্বরসন্ধি; ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরবর্ণে অথবা ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণে যে সন্ধি হয়, তাহা ব্যঞ্জনসন্ধি; এবং বিসর্গের সহিত স্বরবর্ণের অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের যে সন্ধি হয়, তাহা বিসর্গসন্ধি।[৫]

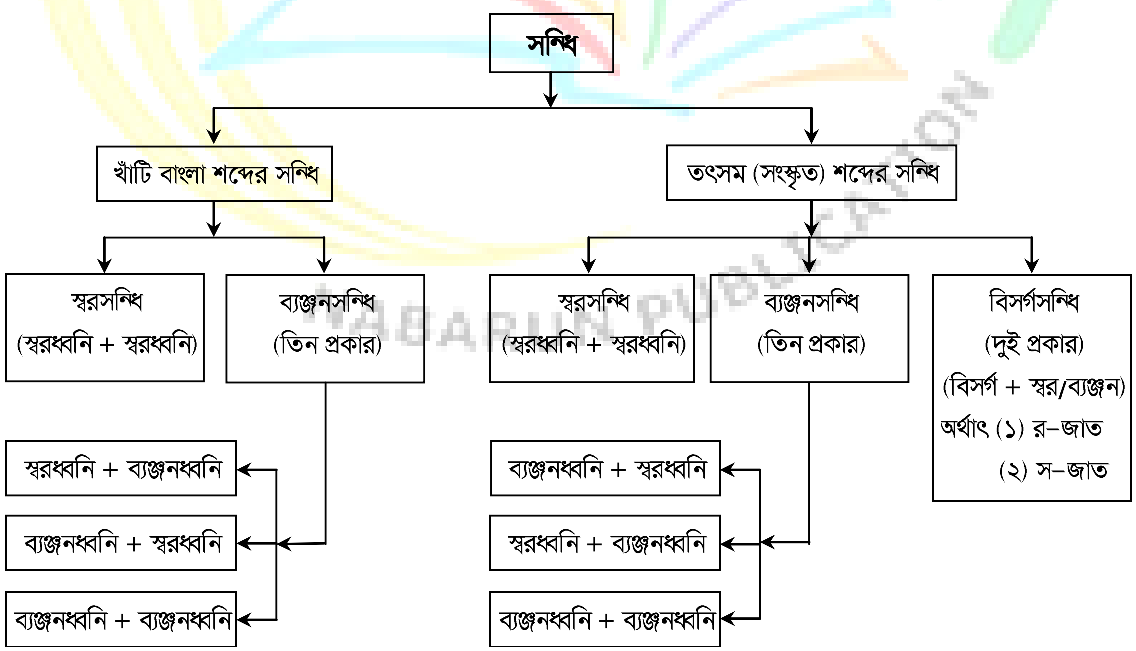

৫. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্যাকরণ কৌমুদী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স, কলিকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ৭

খাঁটি বাংলা সন্ধি ও এর প্রকারভেদ

বাংলা ভাষার শব্দ গঠনে সন্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সন্ধির মাধ্যমে দুটি শব্দ বা ধ্বনি মিলিত হয়ে নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়। সন্ধি মূলত দুই প্রকার। যথা:

১. স্বরসন্ধি (স্বরধ্বনির মিলন) ও ২. ব্যঞ্জনসন্ধি (ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন)

নিচে স্বরসন্ধি-এর নিয়ম ও উদাহরণ ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

১. স্বরসন্ধি: যখন দুটি স্বরধ্বনি পাশাপাশি এসে ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটায়, তখন তাকে স্বরসন্ধি বলে।

নিয়ম/সূত্র	সূত্রের ব্যাখ্যা	মূল শব্দ ও বিচ্ছেদ	বাক্যে ব্যবহার
১. পাশাপাশি থাকা দুটি স্বরের একটির লোপ	অ + এ = এ (অ লোপ)	অর্ধ + এক = অর্ধেক	অর্ধেক কাজ এখনো বাকি আছে।
		কত + এক = কতেক	কতেক লোক রাজি হয়নি।
		কয় + এক = কয়েক	কয়েকদিন পর দেখা হবে।
		জন + এক = জনেক	জনেক লোক উপস্থিত ছিল।
		দশ + এক = দশেক	দশেক বছর হয়ে গেল।
		মাস + এক = মাসেক	মাসেক পরে পরীক্ষা শুরু হবে।
		শত + এক = শতেক	শতেক লোক একত্র হয়েছিল।
	আ + আ = আ (একটি আ লোপ)	গোঁড়া + আমি = গোঁড়ামি	গোঁড়ামি করো না, সময় নষ্ট হচ্ছে।
		দিশা + আরি = দিশারি	দিশারি পথপ্রদর্শক ছিলেন তিনি।
		ন্যাকা + আমি = ন্যাকামি	ন্যাকামি সহ্য করা কঠিন।
		পাকা + আমি = পাকামি	এত পাকামি করো না!
		মিতা + আলি = মিতালি	তাদের মধ্যে চমৎকার মিতালি আছে।
		রুপা + আলি = রুপালি	রুপালি গহনা অনেক সুন্দর।
		শাঁখা + আরি = শাঁখারি	শাঁখারি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন।
		সোনা + আলি = সোনালি	সোনালি সূর্যোদয় দারুণ মনোমুগ্ধকর।
	আ + উ = উ (আ লোপ)	নিন্দা + উক = নিন্দুক	নিন্দুকদের কথা শুনতে নেই।
		মিথ্যা + উক = মিথ্যুক	সে একজন মিথ্যুক ব্যক্তি।
		হিংসা + উক = হিংসুক	হিংসুক মনোভাব ভালো নয়।
	ই + এ = ই (এ লোপ)	কুড়ি + এক = কুড়িক	কুড়িক বছর আগের কথা মনে আছে?
		খানি + এক = খানিক	খানিক পরেই চলে আসব।
		গুটি + এক = গুটিক	গুটিকয়েক বন্ধু এসেছিল।
		ধনি + এক = ধনিক	ধনিক শ্রেণি সুবিধা বেশি পায়।
		আশি + এর = আশির	আশির দশকের গান ভালো লাগে।
২. পাশাপাশি দুটি স্বরের শেষেরটি লোপ	আ লোপ	কুঁড়ে + আমি = কুঁড়েমি	বেশি কুঁড়েমি করো না!
		ছেলে + আমি = ছেলেমি	ছেলেমি আচরণ ঠিক নয়।
		মেয়ে + আলি = মেয়েলি	মেয়েলি সাজসজ্জা সুন্দর।
	ই লোপ	যা + ইচ্ছা + তাই = যাচ্ছেতাই	যাচ্ছেতাই অবস্থা চলছে।

খাঁটি বাংলা সন্ধি ও এর প্রকারভেদ

বাংলা ভাষায় সন্ধির মাধ্যমে দুটি শব্দ বা ধ্বনির মিলনে নতুন শব্দ গঠিত হয়। সন্ধি প্রধানত স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি– এই দুই ভাগে বিভক্ত। নিচে ব্যঞ্জনসন্ধি-এর নিয়ম ও উদাহরণ ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

২. ব্যঞ্জনসন্ধি: যখন ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির সংযোগে পরিবর্তন ঘটে, তখন তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে।

নিয়ম/সূত্র	সূত্রের ব্যাখ্যা	মূল শব্দ ও বিচ্ছেদ	বাক্যে ব্যবহার
১. অঘোষ + ঘোষ ধ্বনি = ঘোষ দ্বিত্ব	প্রথম ধ্বনি অঘোষ হলে পরবর্তী ধ্বনি ঘোষ হয়ে দ্বিত্ব হয়।	এত + দিন = এদ্দিন	এদ্দিন পরে দেখা হলো!
		কত + দিন = কদ্দিন	কদ্দিন বাদে কথা হলো!
		ছোট + দা = ছোড়দা	ছোড়দা আমাকে ডাকছে।
		তত + দিন = তদ্দিন	তদ্দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করো।
		পাঁচ + জন = পাঁজ্জন	পাঁজ্জন একসঙ্গে খেলছে।
		যত + দিন = যদ্দিন	যদ্দিন চাও থাকো।
২. হলন্ত ‘ ’ লোপ পেয়ে পরবর্তী ধ্বনি দ্বিত্ব	হলন্ত ‘ ’ পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে মিশে দ্বিত্ব সৃষ্টি করে।	আর্ + না = আন্না	আন্না কথা বলছো কেন?
		ঘর্ + জামাই = ঘজ্জামাই	সে ঘজ্জামাই হয়ে গেছে!
		চার্ + টি = চাট্টি	চাট্টি কথা বললেই হবে না!
		দুর্ + ছাই = দুচ্ছাই	দুচ্ছাই এই অবস্থা!
		ধর্ + না = ধন্না	ধন্না দিয়ে কিছু হবে না!
		হর্ + তাল = হত্তাল	হত্তাল করেও লাভ নেই!
৩. ‘ত’ লোপ হয়ে ‘চ’ দ্বিত্ব	ত-বর্গীয় ধ্বনি লোপ পেয়ে চ-বর্গীয় ধ্বনি দ্বিত্ব হয়।	নাত + জামাই = নাজ্জামাই	নাজ্জামাই ভালো মানুষ।
		বদ্ + জাত = বজ্জাত	বজ্জাত লোকদের বিশ্বাস করা যায় না।
		সাত + জন্ম = সাজ্জন্ম	সাজ্জন্ম ধরে তার কষ্ট চলছে।
		হাত + ছানি = হাচ্ছানি	শিশুটি হাচ্ছানি দিচ্ছে।
৪. ‘প’ + ‘চ’ এবং ‘স’ + ‘ত’ হলে ‘শ’ হয়	নির্দিষ্ট ব্যঞ্জন যুক্ত হলে পরিবর্তিত হয়ে শ হয়।	পাঁচ + শ = পাঁশ্‌শ	সে পাঁশ্‌শ টাকা পেয়েছে।
		পাঁচ + সিকা = পাঁশ্‌সিকা	পাঁশ্‌সিকা কয়েন পাওয়া গেল।
		পাঁচ + সের = পাঁশ্‌সির	পাঁশ্‌সির চাল কিনেছে।
		সাত + শ = সাশ্‌শ	সাশ্‌শ বছর আগের ঘটনা।
৫. হলন্ত ধ্বনির সাথে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে স্বরের লোপ হয় না	ব্যঞ্জনের পরে স্বর থাকলে ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয় না।	আধ + এক = আধেক	আধেক কাজ বাকি আছে।
		এক + এক = একেক	একেক মানুষের একেক মত।
		চুন + আরি = চুনারি	চুনারি শাড়ি পরেছে সে।
		তিন + এক = তিনেক	তিনেকবার ডেকেও উত্তর পাইনি।
		তিল + এক = তিলেক	তিলেক ভয় নেই।
		পাঁচ + এক = পাঁচেক	পাঁচেক লোক উপস্থিত ছিল।
		বার + এক = বারেক	বারেক সময় লাগবে।
		বোন + আই = বোনাই	বোনাই কাজে গিয়েছে।
৬. স্বরধ্বনির পরে ব্যঞ্জন এলে স্বর লোপ পায়	স্বরধ্বনির পরে ব্যঞ্জনধ্বনি এলে স্বরধ্বনি লুপ্ত হয়।	কাঁচা + কলা = কাঁচকলা	কাঁচকলা রান্না করেছ?
		কোথা + থেকে = কোত্থেকে	কোত্থেকে এসেছ?
		ঘোড়া + গাড়ি = ঘোড়গাড়ি	রাজবাড়িতে ঘোড়গাড়ি দেখা যায়।
		ঘোড়া + দৌড় = ঘোড়দৌড়	ঘোড়দৌড় দেখতে ভালো লাগে।

SINCE NABARUN PUBLICATION

নিয়ম/সূত্র	সূত্রের ব্যাখ্যা	মূল শব্দ ও বিচ্ছেদ	বাক্যে ব্যবহার
		টাকা + শাল = টাকশাল	সে টাকশালে চাকরি করে।
		নাতি + বউ = নাতবউ	তার নাতবউ খুব ভালো।
		পেটে + ব্যথা = পেটব্যথা	পেটব্যথা হলে ওষুধ খাও।
		বেশি + কম = বেশকম	দামের বেশকম হয়।
		ভরা + পেট = ভরপেট	ভরপেট খেয়েছে সে।
		সারি + বন্দি = সারবন্দি	সারবন্দি কয়েদিদের দেখা গেল।

তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের সন্ধি

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অনেক সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় রয়ে গেছে, যেগুলোকে তৎসম শব্দ বলা হয়। এই শব্দগুলোর সন্ধি সংস্কৃত ভাষার নিয়মে গঠিত হয়।

তৎসম সন্ধি প্রধানত তিন প্রকার। যথা:

১. স্বরসন্ধি (স্বরধ্বনির মিলন)
২. ব্যঞ্জনসন্ধি (ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন)
৩. বিসর্গসন্ধি (বিসর্গধ্বনির পরিবর্তন)

নিচে স্বরসন্ধি-এর নিয়ম, ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

১. স্বরসন্ধি: যখন স্বরধ্বনি + স্বরধ্বনি যুক্ত হয়ে পরিবর্তন ঘটে, তখন তাকে স্বরসন্ধি বলে।

১. অ + অ = আ

নিয়ম/সূত্র	সূত্রের ব্যাখ্যা	মূল শব্দ ও বিচ্ছেদ	বাক্যে ব্যবহার
অ + অ = আ	প্রথম শব্দের শেষে অ এবং পরের শব্দের শুরুতে অ থাকায় তারা মিলে আ-তে রূপান্তরিত হয়েছে।	গীত + অঞ্জলি = গীতাঞ্জলি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি বিশ্ববিখ্যাত।
	নর-এর অ ও অধম-এর অ মিলে আ হয়েছে।	নর + অধম = নরাধম	অন্যায়কারী নরাধমের শাস্তি হওয়া উচিত।
	হিম-এর অ ও অচল-এর অ মিলে আ হয়েছে।	হিম + অচল = হিমাচল	হিমাচল পর্বত বরফে ঢাকা থাকে।
	অন্য-এর অ ও অন্য-এর অ মিলে আ হয়েছে।	অন্য + অন্য = অন্যান্য	অন্যান্য বিষয়ের দিকেও নজর দিতে হবে।
	নব-এর অ ও অন্ন-এর অ মিলে আ হয়েছে।	নব + অন্ন = নবান্ন	নবান্ন উৎসবে নতুন ধানের ভাত রান্না হয়।
	পর-এর অ ও অধীন-এর অ মিলে আ হয়েছে।	পর + অধীন = পরাধীন	একসময় ভারত পরাধীন ছিল।
	পুষ্প-এর অ ও অঞ্জলি-এর অ মিলে আ হয়েছে।	পুষ্প + অঞ্জলি = পুষ্পাঞ্জলি	দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হলো।
	স্ব-এর অ ও অধীনতা-এর অ মিলে আ হয়েছে।	স্ব + অধীনতা = স্বাধীনতা	স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার।
	সূর্য-এর অ ও অস্ত-এর অ মিলে আ হয়েছে।	সূর্য + অস্ত = সূর্যাস্ত	সূর্যাস্তের দৃশ্য অসাধারণ।

নিয়ম/সূত্র	সূত্রের ব্যাখ্যা	মূল শব্দ ও বিচ্ছেদ	বাক্যে ব্যবহার
	অগ্র-এর অ ও অধিকার-এর অ মিলে আ হয়েছে।	অগ্র + অধিকার = অগ্রাধিকার	প্রবীণদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।
	প্রাণ-এর অ ও অধিক-এর অ মিলে আ হয়েছে।	প্রাণ + অধিক = প্রাণাধিক	মাতৃভাষা আমার কাছে প্রাণাধিক।
	রূপ-এর অ ও অন্তর-এর অ মিলে আ হয়েছে।	রূপ + অন্তর = রূপান্তর	তার জীবনে এক বড়ো রূপান্তর এসেছে।
	দেশ-এর অ ও অন্তর-এর অ মিলে আ হয়েছে।	দেশ + অন্তর = দেশান্তর	যুদ্ধের কারণে তাকে দেশান্তর গ্রহণ করতে হলো।
	যুগ-এর অ ও অন্তর-এর অ মিলে আ হয়েছে।	যুগ + অন্তর = যুগান্তর	যুগান্তরকারী পরিবর্তন দরকার।
	অপর-এর অ ও অহ্ন-এর অ মিলে আ হয়েছে।	অপর + অহ্ন = অপরাহ্ণ	বিকেলের পরে সময়টাকে অপরাহ্ণ বলে।
	মধ্য-এর অ ও অহ্ন-এর অ মিলে আ হয়েছে।	মধ্য + অহ্ন = মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্নে সূর্য ঠিক মাথার ওপরে থাকে।
	সায়-এর অ ও অহ্ন-এর অ মিলে আ হয়েছে।	সায় + অহ্ন = সায়াহ্ন	জীবনের সায়াহ্নে শান্তি দরকার।
	ধর্ম-এর অ ও অধর্ম-এর অ মিলে আ হয়েছে।	ধর্ম + অধর্ম = ধর্মাধর্ম	ধর্মাধর্ম বোঝার জন্য জ্ঞান দরকার।
	চল-এর অ ও অচল-এর অ মিলে আ হয়েছে।	চল + অচল = চলাচল	শহরে মানুষের চলাচল বেশি।
	ধর্ম-এর অ ও অন্ধ-এর অ মিলে আ হয়েছে।	ধর্ম + অন্ধ = ধর্মান্ধ	ধর্মান্ধ মানুষ অন্ধবিশ্বাসে চলে।
	দাব-এর অ ও অনল-এর অ মিলে আ হয়েছে।	দাব + অনল = দাবানল	দাবানল দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
	গ্রাম-এর অ ও অঞ্চল-এর অ মিলে আ হয়েছে।	গ্রাম + অঞ্চল = গ্রামাঞ্চল	গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা বসবাস করেন।
	মত-এর অ ও অনৈক্য-এর অ মিলে আ হয়েছে।	মত + অনৈক্য = মতানৈক্য	মতানৈক্য পরিবারে ঝগড়া সৃষ্টি করে।
	আত্ম-এর অ ও অভিমান-এর অ মিলে আ হয়েছে।	আত্ম + অভিমান = আত্মাভিমান	তার আত্মাভিমান অনেক বেশি।
	অদ্য-এর অ ও অবধি-এর অ মিলে আ হয়েছে।	অদ্য + অবধি = অদ্যাবধি	অদ্যাবধি তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।
	জ্ঞান-এর অ ও অর্জন-এর অ মিলে আ হয়েছে।	জ্ঞান + অর্জন = জ্ঞানার্জন	জ্ঞানার্জন করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।
	তত্ত্ব-এর অ ও অবধায়ক-এর অ মিলে আ হয়েছে।	তত্ত্ব + অবধায়ক = তত্ত্বাবধায়ক	নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হবে।

NABARUN PUBLICATION

নিয়ম/সূত্র	সূত্রের ব্যাখ্যা	মূল শব্দ ও বিচ্ছেদ	বাক্যে ব্যবহার
	তথ্য-এর অ ও অনুসন্ধান-এর অ মিলে আ হয়েছে।	তথ্য + অনুসন্ধান = তথ্যানুসন্ধান	সংবাদপত্রে তথ্যানুসন্ধানের গুরুত্ব অনেক।
	ধ্বংস-এর অ ও অবশেষ-এর অ মিলে আ হয়েছে।	ধ্বংস + অবশেষ = ধ্বংসাবশেষ	পুরোনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।
	ধর্ম-এর অ ও অবলম্বী-এর অ মিলে আ হয়েছে।	ধর্ম + অবলম্বী = ধর্মাবলম্বী	বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ বাংলাদেশে বাস করে।

২. অ + আ = আ

নিয়ম/সূত্র	সূত্রের ব্যাখ্যা	মূল শব্দ ও বিচ্ছেদ	বাক্যে ব্যবহার
অ + আ = আ	প্রথম শব্দের শেষে অ এবং পরবর্তী শব্দের শুরুতে আ থাকায় সেগুলো মিলে আ-তে রূপান্তরিত হয়েছে।	হিম + আলয় = হিমালয়	হিমালয় পর্বত পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।
	সিংহ-এর অ এবং আসন-এর আ মিলে আ হয়েছে।	সিংহ + আসন = সিংহাসন	রাজা সিংহাসনে বসেছেন।
	দেব-এর অ এবং আলয়-এর আ মিলে আ হয়েছে।	দেব + আলয় = দেবালয়	দেবালয়ে পূজা করা হয়।
	গ্রন্থ-এর অ এবং আগার-এর আ মিলে আ হয়েছে।	গ্রন্থ + আগার = গ্রন্থাগার	গ্রন্থাগার জ্ঞানের ভান্ডার।
	ছাত্র-এর অ এবং আবাস-এর আ মিলে আ হয়েছে।	ছাত্র + আবাস = ছাত্রাবাস	ছাত্রাবাসে অনেক শিক্ষার্থী থাকে।
	জল-এর অ এবং আতঙ্ক-এর আ মিলে আ হয়েছে।	জল + আতঙ্ক = জলাতঙ্ক	জলাতঙ্ক রোগ মারাত্মক।
	জল-এর অ এবং আধার-এর আ মিলে আ হয়েছে।	জল + আধার = জলাধার	জলাধারে অনেক পানি সংরক্ষিত আছে।
	নীল-এর অ এবং আকাশ-এর আ মিলে আ হয়েছে।	নীল + আকাশ = নীলাকাশ	নীলাকাশে সাদা মেঘ ভাসছে।

৩. আ + অ = আ

নিয়ম/সূত্র	সূত্রের ব্যাখ্যা	মূল শব্দ ও বিচ্ছেদ	বাক্যে ব্যবহার
আ + অ = আ	প্রথম শব্দের শেষে আ এবং পরবর্তী শব্দের শুরুতে অ থাকায় সেগুলো মিলে আ-তে রূপান্তরিত হয়েছে।	কথা + অমৃত = কথামৃত	কথামৃত শুনে মন ভালো হয়ে গেল।
	যথা-এর আ এবং অর্থ-এর অ মিলে আ হয়েছে।	যথা + অর্থ = যথার্থ	তার কথাগুলো যথার্থ।
	আশা-এর আ এবং অতিরিক্ত-এর অ মিলে আ হয়েছে।	আশা + অতিরিক্ত = আশাতিরিক্ত	তার ফলাফল আশাতিরিক্ত ভালো হয়েছে।
	বিদ্যা-এর আ এবং অর্জন-এর অ মিলে আ হয়েছে।	বিদ্যা + অর্জন = বিদ্যার্জন	বিদ্যার্জন আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

নিয়ম/সূত্র	সূত্রের ব্যাখ্যা	মূল শব্দ ও বিচ্ছেদ	বাক্যে ব্যবহার
	শিক্ষা-এর আ এবং অজ্ঞান-এর অ মিলে আ হয়েছে।	শিক্ষা + অজ্ঞান = শিক্ষাজ্ঞান	শিক্ষাজ্ঞান ছাত্রদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
	শ্রদ্ধা-এর আ এবং অঞ্জলি-এর অ মিলে আ হয়েছে।	শ্রদ্ধা + অঞ্জলি = শ্রদ্ধাঞ্জলি	শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালাম।
	সীমা-এর আ এবং অন্ত-এর অ মিলে আ হয়েছে।	সীমা + অন্ত = সীমান্ত	দুই দেশের মাঝে সীমান্ত রয়েছে।
	পরা-এর আ এবং অস্ত-এর অ মিলে আ হয়েছে।	পরা + অস্ত = পরাস্ত	শত্রুরা পরাস্ত হলো।

৪. আ + আ = আ

নিয়ম/সূত্র	সূত্রের ব্যাখ্যা	মূল শব্দ ও বিচ্ছেদ	বাক্যে ব্যবহার
আ + আ = আ	প্রথম শব্দের শেষে আ এবং পরবর্তী শব্দের শুরুতে আ থাকায় সেগুলো মিলে আ-তে রূপান্তরিত হয়েছে।	বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়	বিদ্যালয়ে প্রতিদিন পড়াশোনা করা হয়।
	কারা-এর আ এবং আগার-এর আ মিলে আ হয়েছে।	কারা + আগার = কারাগার	অপরাধীদের কারাগারে রাখা হয়।
	মহা-এর আ এবং আশয়-এর আ মিলে আ হয়েছে।	মহা + আশয় = মহাশয়	মহাশয়, দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন।
	নিদ্রা-এর আ এবং আচ্ছন্ন-এর আ মিলে আ হয়েছে।	নিদ্রা + আচ্ছন্ন = নিদ্রাচ্ছন্ন	সে নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল।
	পরীক্ষা-এর আ এবং আগার-এর আ মিলে আ হয়েছে।	পরীক্ষা + আগার = পরীক্ষাগার	পরীক্ষাগারে নকল করা নিষেধ।
	মহা-এর আ এবং আত্মা-এর আ মিলে আ হয়েছে।	মহা + আত্মা = মহাত্মা	মহাত্মা গান্ধী অহিংসার প্রতীক।
	রচনা-এর আ এবং আবলি-এর আ মিলে আ হয়েছে।	রচনা + আবলি = রচনাবলি	রবীন্দ্রনাথের রচনাবলি পড়েছি।
	মহা-এর আ এবং আকাশ-এর আ মিলে আ হয়েছে।	মহা + আকাশ = মহাকাশ	বিজ্ঞানীরা মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করেন।
	ব্যথা-এর আ এবং আতুর-এর আ মিলে আ হয়েছে।	ব্যথা + আতুর = ব্যথাতুর	ব্যথাতুর মানুষ কষ্ট পাচ্ছে।
	সন্ধ্যা-এর আ এবং আলোক-এর আ মিলে আ হয়েছে।	সন্ধ্যা + আলোক = সন্ধ্যালোক	সন্ধ্যালোক খুব সুন্দর লাগে।

এই ছকের মাধ্যমে তৎসম স্বরসন্ধি সহজেই বোঝা যায়। প্রতিটি সন্ধির ধ্বনিগত পরিবর্তনের ব্যাখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে, যাতে এটি আরও স্পষ্ট ও শিক্ষণীয় হয়।

১. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয় এবং এ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + ই = এ: শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা　　পূর্ণ + ইন্দু = পূর্ণেন্দু

স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা　　শ্রবণ + ইন্দ্রিয় = শ্রবণেন্দ্রিয়

সত্য + ইন্দ্র = সত্যেন্দ্র　　দেব + ইন্দ্র = দেবেন্দ্র

	রাজ + ইন্দ্র = রাজেন্দ্র	নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র
	কৃষ্ণ + ইন্দু = কৃষ্ণেন্দু	জিত + ইন্দ্রিয় = জিতেন্দ্রিয়
	জীব + ইন্দ্র = জীবেন্দ্র	প্রেম + ইন্দ্র = প্রেমেন্দ্র
আ + ই = এ:	যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট	রমা + ইন্দ্র = রমেন্দ্র
	মহা + ইন্দ্রাণী = মহেন্দ্রাণী	
অ + ঈ = এ:	পরম + ঈশ = পরমেশ	অপ + ঈক্ষা = অপেক্ষা
	গণ + ঈশ = গণেশ	দিন + ঈশ = দিনেশ
	দেব + ঈশ = দেবেশ	নর + ঈশ = নরেশ
	ভুবন + ঈশ্বর = ভুবনেশ্বর	সিদ্ধ + ঈশ্বরী = সিদ্ধেশ্বরী
আ + ঈ = এ:	মহা + ঈশ = মহেশ	রমা + ঈশ = রমেশ
	ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী	মহা + ঈশ্বরী = মহেশ্বরী

২. অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয় এবং ও-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + উ = ও:	সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়	নীল + উৎপল = নীলোৎপল
	অরুণ + উদয় = অরুণোদয়	জল + উচ্ছ্বাস = জলোচ্ছ্বাস
	পর + উপকার = পরোপকার	পদ + উন্নতি = পদোন্নতি
	প্রশ্ন + উত্তর = প্রশ্নোত্তর	সময় + উপযোগী = সময়োপযোগী
	সর্ব + উচ্চ = সর্বোচ্চ	ভাব + উচ্ছ্বাস = ভাবোচ্ছ্বাস
	মূল + উৎপাটন = মূলোৎপাটন	যুগ + উপযোগী = যুগোপযোগী
	সহ + উদর = সহোদর	সর্ব + উত্তম = সর্বোত্তম
	বোধ + উদয় = বোধোদয়	মূল + উচ্ছেদ = মূলোচ্ছেদ
	বিবাহ + উত্তর = বিবাহোত্তর	আদ্য + উপান্ত = আদ্যোপান্ত
	কার্য + উপলক্ষ্যে = কার্যোপলক্ষ্যে	কার্য + উদ্ধার = কার্যোদ্ধার
	নিম্ন + উক্ত = নিম্নোক্ত	শারদ + উৎসব = শারদোৎসব
	মুখ + উপাধ্যায় = মুখোপাধ্যায়	চট্ট + উপাধ্যায় = চট্টোপাধ্যায়
	বন্দ্য + উপাধ্যায় = বন্দ্যোপাধ্যায়	গঙ্গ + উপাধ্যায় = গঙ্গোপাধ্যায়
	রবীন্দ্র + উত্তর = রবীন্দ্রোত্তর	কার্য + উদ্যোগ = কার্যোদ্যোগ
আ + উ = ও:	যথা + উচিত = যথোচিত	মহা + উৎসব = মহোৎসব
	কথা + উপকথন = কথোপকথন	দূর্গা + উৎসব = দুর্গোৎসব
	বিদ্যা + উৎসাহী = বিদ্যোৎসাহী	যথা + উপযুক্ত = যথোপযুক্ত
	মহা + উদয় = মহোদয়	স্বাধীনতা + উত্তর = স্বাধীনতাত্তোর
অ + ঊ = ও:	চল + ঊর্মি = চলোর্মি	নব + ঊঢ়া = নবোঢ়া
	পর্বত + ঊর্ধ্ব = পর্বতোর্ধ্ব	সর্ব + ঊর্ধ্ব = সর্বোর্ধ্ব
	সম + ঊহ = সমূহ	
আ + ঊ = ও:	গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি	মহা + ঊর্ধ্ব = মহোর্ধ্ব
	মহা + ঊর্মি = মহোর্মি	বেলা + ঊর্মি = বেলোর্মি

৩. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে 'অর' হয় এবং তা রেফ (র্) রূপে পরবর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন–

অ + ঋ = অর:	দেব + ঋষি = দেবর্ষি	সপ্ত + ঋষি = সপ্তর্ষি
আ + ঋ = অর:	মহা + ঋষি = মহর্ষি	রাজা + ঋষি = রাজর্ষি

৪. অ-কার কিংবা আ-কারের পর 'ঋত' শব্দ থাকলে (অ/আ + ঋ) উভয়ে মিলে 'আর' হয় এবং বানানে পূর্ববর্তী বর্ণে 'আ' ও পরবর্তী বর্ণে রেফ (র্) লেখা হয়। যেমন–

অ + ঋ = আর:	শীত + ঋত = শীতার্ত	ভয় + ঋত = ভয়ার্ত
	শোক + ঋত = শোকার্ত	দুঃখ + ঋত = দুঃখার্ত
	রোগ + ঋত = রোগার্ত	স্নেহ + ঋত = স্নেহার্ত
আ + ঋ = আর:	তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত	ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত
	পিপাসা + ঋত = পিপাসার্ত	বন্যা + ঋত = বন্যার্ত

৫. অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয় এবং ঐ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + এ = ঐ:	জন + এক = জনৈক	হিত + এষণা = হিতৈষণা
	সর্ব + এব = সর্বৈব	হিত + এষী = হিতৈষী
আ + এ = ঐ:	সদা + এব = সদৈব	তথা + এব = তথৈব
	তথা + এবচ = তথৈবচ	
অ + ঐ = ঐ:	মত + ঐক্য = মতৈক্য	অতুল + ঐশ্বর্য = অতুলৈশ্বর্য
	চিত্ত + ঐশ্বর্য = চিত্তৈশ্বর্য	ভাব + ঐক্য = ভাবৈক্য
	ভাব + ঐশ্বর্য = ভাবৈশ্বর্য	সুখ + ঐশ্বর্য = সুখৈশ্বর্য
	পরম + ঐশ্বর্য = পরমৈশ্বর্য	
আ + ঐ = ঐ:	মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য	

৬. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয় এবং ঔ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + ও = ঔ:	বন + ওষধি = বনৌষধি	পরম + ওষধি = পরমৌষধি
	জল + ওকা = জলৌকা	
অ + ঔ = ঔ:	পরম + ঔষধ = পরমৌষধ	চিত্ত + ঔদার্য = চিত্তৌদার্য
আ + ও = ঔ:	মহা + ওষধি = মহৌষধি	যথা + ওষধি = যথৌষধি
আ + ঔ = ঔ:	মহা + ঔৎসুক = মহৌৎসুক	মহা + ঔষধ = মহৌষধ
	মহা + ঔদার্য = মহৌদার্য	

৭. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঈ-কার হয় এবং ঈ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

ই + ই = ঈ:	অতি + ইত = অতীত	রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র
ই + ঈ = ঈ:	পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা	অভি + ঈক্ষা = অভীক্ষা
ঈ + ই = ঈ	সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র	শচী + ইন্দ্র = শচীন্দ্র
ঈ + ঈ = ঈ:	সতী + ঈশ = সতীশ	ফণী + ঈশ্বর = ফণীশ্বর

৮. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই ও ঈ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ই-কার কিংবা ঈ-কারের জায়গায় 'য' বা য-ফলা (্য) হয়। য-ফলা লেখার সময় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে লেখা হয়। যেমন–

ই + অ = য্ + অ:	বি + অর্থ = ব্যর্থ	বি + অবস্থা = ব্যবস্থা
	অতি + অধিক = অত্যধিক	অতি + অন্ত = অত্যন্ত
	আদি + অন্ত = আদ্যন্ত	পরি + অটন = পর্যটন
	অধি + অয়ন = অধ্যয়ন	প্রতি + অহ = প্রত্যহ
	পরি + অবেক্ষণ = পর্যবেক্ষণ	পরি + অন্ত = পর্যন্ত

	অভি + অন্তর = অভ্যন্তর	দ্বি + অর্থ = দ্ব্যর্থ
	বি + অবস্থা = ব্যবস্থা	বি + অস্ত = ব্যস্ত
	বি + অতিহার = ব্যতিহার	বি + অবধান = ব্যবধান
ই + আ = য্ + আ:	পরি + আয় = পর্যায়	বি + আধি = ব্যাধি
	অতি + আচার = অত্যাচার	ইতি + আদি = ইত্যাদি
	পরি + আলোচনা = পর্যালোচনা	প্রতি + আশা = প্রত্যাশা
	প্রতি + আবর্তন = প্রত্যাবর্তন	পরি + আপ্ত = পর্যাপ্ত
	প্রতি + আখ্যান = প্রত্যাখ্যান	প্রতি + আহার = প্রত্যাহার
ই + উ = য্ + উ:	উপরি + উপরি = উপর্যুপরি	উপরি + উক্ত = উপর্যুক্ত
	অভি + উত্থান = অভ্যুত্থান	অভি + উদয় = অভ্যুদয়
	প্রতি + উক্তি = প্রত্যুক্তি	অধি + উষিত = অধ্যুষিত
	প্রতি + উপকার = প্রত্যুপকার	বি + উৎপত্তি = ব্যুৎপত্তি
ই + ঊ = য্ + আ:	নি + ঊন = ন্যূন	প্রতি + ঊষ = প্রত্যূষ
ই + এ = য্ + এ:	প্রতি + এক = প্রত্যেক	
ই + ঐ = য্ + ঐ:	অতি + ঐশ্বর্য = অত্যৈশ্বর্য	
ঈ + অ = য্ + অ:	নদী + অম্বু = নদ্যম্বু	
ঈ + আ = য্ + আ:	মসী + আধার = মস্যাধার	

৯. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয় এবং ঊ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

উ + উ = ঊ:	বিধু + উদয় = বিধূদয়	মরু + উদ্যান = মরূদ্যান
উ + ঊ = ঊ:	বহু + ঊর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব	লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি
ঊ + উ = ঊ:	বধ্ + উক্তি = বধূক্তি	বধূ + উৎসব = বধূৎসব
ঊ + ঊ = ঊ:	ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব	

১০. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে উ বা ঊ ব্ (ব-ফলা) হয় এবং লেখার সময় ব-ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন–

উ + অ = ব + অ:	পশু + অধম = পশ্বধম	সু + অচ্ছ = স্বচ্ছ
উ + আ = ব + আ:	সু + আগত = স্বাগত	
উ + ই = ব + ই:	অনু + ইত = অন্বিত	
উ + ঈ = ব + ঈ:	তনু + ঈ = তন্বী	অনু + ঈক্ষা = অন্বীক্ষা
উ + এ = ব + এ:	অণু + এষা = অন্বেষা	অনু + এষণ = অন্বেষণ

১১. ঋ-কারের পর ঋ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে 'ঋ' স্থানে 'র' হয় এবং র-ফলা বা ঋ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

ঋ + অ = র + অ:	পিতৃ + অর্থ = পিত্রার্থ	পিতৃ + অনুমতি = পিত্রানুমতি
ঋ + আ = র + আ:	পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়	পিতৃ + আদেশ = পিত্রাদেশ
ঋ + ই = র + ই:	পিতৃ + ইচ্ছা = পিত্রিচ্ছা	
ঋ + ঈ = র + ঈ:	ধাতৃ + ঈ = ধাত্রী	কর্তৃ + ঈ = কর্ত্রী

১২. এ, ঐ, ও, ঔ-কারের পর এ, ঐ স্থানে যথাক্রমে অয়, আয় এবং ও, ঔ স্থানে যথাক্রমে অব্ ও আব্ হয়। যেমন–

এ + অ = অয় + অ:	নে + অন = নয়ন	শে + অন = শয়ন

ঐ + অ = আয় + অ:	নৈ + অক = নায়ক	গৈ + অক = গায়ক
ও + অ = অব + অ:	পো + অন = পবন	লো + অণ = লবণ
ও + আ = অব + আ:	গো + আদি = গবাদি	
ও + এ = অব + আ:	গো + এষণা = গবেষণা	
ও + ই = অব + ই:	পো + ইত্র = পবিত্র	
ঔ + অ = আব + অ:	পৌ + অক = পাবক	শৌ + অক = শাবক
ঔ + ই = আব + ই:	নৌ + ইক = নাবিক	
ঔ + উ = আব + উ:	ভৌ + উক = ভাবুক	

নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি: সন্ধি কোনো নিয়ম অনুসারে হয় না। এগুলোকে নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি বলে। যেমন–

কুল + অটা = কুলটা (কুলোটা নয়)	সার + অঙ্গ = সারঙ্গ
শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন	অন্য + অন্য = অন্যান্য
গো + অক্ষ = গবাক্ষ (গোবক্ষ নয়)	প্র + এষণ = প্রেষণ
সীমন্ + অন্ত = সীমন্ত	মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড
প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ় (প্রোঢ় নয়)	বিম্ব + ওষ্ঠ = বিম্বোষ্ঠ/বিম্বৌষ্ঠ

ব্যঞ্জনসন্ধি: স্বরে-ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে-স্বরে ও ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে সন্ধি হলে তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। এদিক থেকে সন্ধিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি, ২. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি ও ৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি।

১. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি: স্বরধ্বনির পর ছ থাকলে উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিটি অঘোষ অল্পপ্রাণ হয় অথবা দ্বিত্ব (চ্ছ) হয়। যেমন–

অ + ছ = অচ্ছ:	মুখ + ছবি = মুখচ্ছবি	এক + ছত্র = একচ্ছত্র
	পূর্ণ + ছেদ = পূর্ণচ্ছেদ	প্র + ছদ = প্রচ্ছদ
	বৃক্ষ + ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া	অঙ্গ + ছেদ = অঙ্গচ্ছেদ
	বট + ছায়া = বটচ্ছায়া	ছত্র + ছায়া = ছত্রচ্ছায়া
আ + ছ = আচ্ছ:	আ + ছাদন = আচ্ছাদন	কথা + ছলে = কথাচ্ছলে
	আ + ছন্ন = আচ্ছন্ন	
ই + ছ = ইচ্ছ:	পরি + ছদ = পরিচ্ছদ	পরি + ছন্ন = পরিচ্ছন্ন
	পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ	প্রতি + ছবি = প্রতিচ্ছবি
	বি + ছিন্ন = বিচ্ছিন্ন	বি + ছেদ = বিচ্ছেদ
উ + ছ = উচ্ছ:	তরু + ছায়া = তরুচ্ছায়া	অনু + ছেদ = অনুচ্ছেদ

২. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি: ক, চ, ট, ত (ৎ), প-এর পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো যথাক্রমে গ্, জ্, ড্ (ড়্) দ্, ব্, হয়। পরবর্তী স্বরধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন–

ক্ + অ = গ:	বাক্ + অর্থ = বাগর্থ	দিক্ + অন্ত = দিগন্ত
চ্ + অ = জ:	ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত	অচ্ + অন্তা = অজন্তা
ট্ + আ = ড (ড়):	ষট্ + আনন = ষড়ানন	ষট্ + ঋতু = ষড়ঋতু
ত্ (ৎ) + অ = দ:	কৃৎ + অন্ত = কৃদন্ত	তৎ + অবধি = তদবধি
প্ + অ = ব:	সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত	অপ্ + জ = অব্জ

৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি:

১. ত্ ও দ্-এর পর চ ও ছ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়। যেমন–

ত্ + চ = চ্চ:	উৎ + চারণ = উচ্চারণ	সৎ + চিন্তা = সচ্চিন্তা

	উৎ + চকিত = উচ্চকিত	চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র
	শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র	সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র
ত্ + ছ = চ্ছ:	উৎ + ছন্ন = উচ্ছন্ন	চলৎ + ছবি = চলচ্ছবি
দ্ + চ = চ্চ:	বিপদ + চয় = বিপচ্চয়	তদ্ + চিত্র = তচ্চিত্র
দ্ + ছ = চ্ছ:	বিপদ + ছায়া = বিপচ্ছায়া	তদ্ + ছবি = তচ্ছবি

২. ত্ ও দ্ -এর পর জ্ ও ঝ্ থাকলে ত ও দ-এর স্থানে জ্ হয়। যেমন–

ত্ + জ = জ্জ:	তৎ + জন্য = তজ্জন্য	উৎ + জল = উজ্জ্বল
	উৎ + জীবন = উজ্জীবন	উৎ + জীবিত = উজ্জীবিত
	যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন	সৎ + জন = সজ্জন
	জগৎ + জননী = জগজ্জননী	
ত্ + ঝ = জ্ঝ:	কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা	
দ্ + জ = জ্জ:	তদ্ + জন্য = তজ্জন্য	বিপদ + জনক = বিপজ্জনক
	বদ্ + জাত = বজ্জাত	বিপদ + জাল = বিপজ্জাল

৩. ত্ ও দ্-এর পর শ্ থাকলে ত্ ও দ্-এর স্থানে চ্ এবং শ্-এর স্থানে ছ উচ্চারিত হয়। যেমন–

ত্ + শ = চ্ + ছ = চ্ছ:	উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস	চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি
	তদ্ + শ্রবণ = তচ্ছ্রবণ	উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল
	উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল	উৎ + শিষ্ট = উচ্ছিষ্ট

৪. ত্ (ৎ) ও দ্-এর পর ড্ ও ঢ্ থাকলে ত্ ও দ্-এর স্থানে ড্ হয়। যেমন–

ত্ (ৎ) + ড = ড্ড:	উৎ + ডীয়মান = উড্ডীয়মান
ত্ (ৎ) + ঢ = ড্ঢ:	বৃহৎ + ঢক্কা = বৃহড্ঢক্কা

৫. ত্ (ৎ) ও দ্-এর পর হ্ থাকলে ত্ ও দ্-এর স্থানে দ্ এবং হ্-এর স্থানে ধ্ এবং দুয়ে মিলে দ্ধ হয়। যেমন–

ত্ + হ = দ্ধ:	উৎ + হত = উদ্ধত	উৎ + হার = উদ্ধার
	উৎ + হরণ = উদ্ধরণ	উৎ + হৃত = উদ্ধৃত
দ্ + হ = দ্ধ:	তদ্ + হিত = তদ্ধিত	পদ + হতি = পদ্ধতি

৬. ত্ (ৎ) ও দ্-এর পর ল থাকলে ত্ ও দ্-এর স্থানে ল উচ্চারিত হয়। যেমন–

ত্ + ল = ল্ল:	উৎ + লেখ = উল্লেখ	উৎ + লিখিত = উল্লিখিত
	উৎ + লঙ্ঘন = উল্লঙ্ঘন	উৎ + লম্ব = উল্লম্ব
	উৎ + লম্ফন = উল্লম্ফন	উৎ + লাস = উল্লাস

১. ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহের যে-কোনো বর্গের অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পর যে-কোনো বর্গের ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি (য-জ), ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্যধ্বনি (ব), ঘোষ কম্পনজাত দন্তমূলীয় ধ্বনি (র) কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্যধ্বনি (ব) থাকলে প্রথম অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘোষ অল্পপ্রাণ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন–

ক্ + দ = গ্ + দ:	বাক্ + দেবী = বাগ্‌দেবী	বাক্ + দান = বাগ্‌দান
	ক্ + ব = গ্ + ব	দিক্ + বিজয় = দিগ্‌বিজয়
	ট্ + য = ড্ + য	ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র
	ত্ + গ = দ্ + গ	উৎ + গিরণ = উদ্‌গিরণ
	ত্ + ঘ = দ্ + ঘ	উৎ + ঘাটন = উদ্‌ঘাটন
	ত্ + ব = দ্ + ব	উৎ + বন্ধন = উদ্‌বন্ধন
	ত্ + ভ = দ্ + ভ	উৎ + ভব = উদ্‌ভব

	ত্ + য = দ্ + য	উৎ + যোগ = উদ্যোগ
	ত্ + র = দ্ + র	তৎ + রূপ = তদ্রূপ

২. ঙ, ঞ, ণ, ন, ম পরে থাকলে পূর্ববর্তী অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি সেই বর্গীয় ঘোষ স্পর্শধ্বনি কিংবা নাসিক্য ধ্বনি হয়। যেমন–

ক্ + ন = ঙ্ + ন:	দিক্ + নির্ণয় = দিঙ্‌নির্ণয়	দিক্ + নাগ = দিঙ্‌নাগ
	দিক্ + নিরূপণ = দিঙ্‌নিরূপণ	বাক্ + নিষ্পত্তি = বাঙ্‌নিষ্পত্তি
ট্ + ন = ণ্ + ম:	ষট্ + মাস = ষণ্মাস	
ত্ + ম = ন্ + ম:	তৎ + মধ্যে = তন্মধ্যে	
ত্ + ন = ন্ন:	উৎ + নতি = উন্নতি	উৎ + নয়ন = উন্নয়ন
	উৎ + মেষ = উন্মেষ	তৎ + মধ্যে = তন্মধ্যে
	জীবৎ + মৃত = জীবন্মৃত	জগৎ + নাথ = জগন্নাথ
	মৃৎ + ময় = মৃন্ময়	
দ্ + ম = ন্ + ম:	তদ + মধ্যে = তন্মধ্যে	

দ্রষ্টব্য: এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত নাসিক্য ব্যঞ্জনই বেশি প্রচলিত। যেমন– চিৎ + ময় = চিন্ময়, তৎ + ময় = তন্ময় ইত্যাদি।

৩. ম-এর পরে যে-কোনো বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম্ ধ্বনিটি সেই বর্গের নাসিক্য ধ্বনি হয়। যেমন–

ম্ + ক = ং + ক:	সম্ + কলন = সংকলন	শুভম্ + কর = শুভংকর
	অহম্ + কার = অহংকার	অলম্ + কার = অলংকার
	সম্ + কেত = সংকেত	সম্ + কীর্ণ = সংকীর্ণ
	সম্ + কর = সংকর	সম + কুল = সংকুল
	সম্ + কট = সংকট	সম্ + কল্প = সংকল্প
ম্ + ক = ঙ + ক:	শম্ + কা = শঙ্কা	
ম্ + খ = ং + খ:	সম্ + খ্যা = সংখ্যা	
ম্ + গ = ং + গ:	সম্ + গীত = সংগীত	সম্ + গ্রহ = সংগ্রহ
ম্ + ঘ = ং + ঘ:	সম্ + ঘর্ষ = সংঘর্ষ	সম্ + ঘ = সংঘ
ম্ + চ = ঞ + চ:	সম্ + চয় = সঞ্চয়	কিম্ + চিৎ = কিঞ্চিৎ
	সম্ + চিত = সঞ্চিত	বরম্ + চ = বরঞ্চ
	সম্ + চয়ন = সঞ্চয়ন	
ম্ + ত = ন + ত:	সম্ + তাপ = সন্তাপ	গম্ + তব্য = গন্তব্য
	কিম্ + তু = কিন্তু	পরম্ + তু = পরন্তু
	শম্ > শাম্ + ত = শান্ত	সম্ + ধি = সন্ধি
ম্ + দ = ন্দ:	সম্ + দর্শন = সন্দর্শন	
ম্ + ন = ন্ন:	কিম্ + নর = কিন্নর	সম্ + নিহিত = সন্নিহিত
ম্ + প = ম্প:	সম্ + পদ = সম্পদ	সম্ + প্রীতি = সম্প্রীতি
	সম্ + প্রতি = সম্প্রতি	সম্ + পাদন = সম্পাদন
	সম্ + পূরক = সম্পূরক	সম্ + পূর্ণ = সম্পূর্ণ
	সম্ + প্রদান = সম্প্রদান	
ম্ + ব = ম্ব:	সম্ + বল = সম্বল	সম্ + বোধন = সম্বোধন
	সম্ + বন্ধ = সম্বন্ধ	

দ্রষ্টব্য: আধুনিক বাংলায় ম্-এর পর কণ্ঠ্য-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম্ স্থানে প্রায়ই ঙ না হয়ে অনুস্বার (ং) হয়। যেমন–
সম্ + গত = সংগত, সম্ + গঠন = সংগঠন, সম্ + ঘাত = সংঘাত ইত্যাদি।

৪. ম্-এর পর অন্তঃস্থ ধ্বনি য্, র্, ল্, ব্ কিংবা শ্, ষ্, স্, হ্ থাকলে ম্-এর স্থানে অনুস্বার (ং) হয়। যেমন–

ম্ + ব = ং + ব: সম্ + বাদ = সংবাদ; বারম্ + বার = বারংবার; সম্ + বর্ধনা = সংবর্ধনা; কিম্ + বা = কিংবা; সম্ + বিৎ = সংবিৎ; কিম্ + বদন্তি = কিংবদন্তি; স্বয়ম্ + বর = স্বয়ংবর; সম্ + বরণ = সংবরণ

ম্ + য = ং + য: সম্ + যম = সংযম; সম্ + যুক্ত = সংযুক্ত; সম্ + যত = সংযত; সম্ + যোগ = সংযোগ; সম্ + যোজন = সংযোজন

ম্ + র = ং + র: সম্ + রক্ষণ = সংরক্ষণ; সম্ + রক্ষিত = সংরক্ষিত

ম্ + ল = ং + ল: সম্ + লাপ = সংলাপ; সম্ + লগ্ন = সংলগ্ন

ম্ + শ = ং + শ: সম্ + শয় = সংশয়; সম্ + শ্লেষ = সংশ্লেষ; সম্ + শোধন = সংশোধন

ম্ + স = ং + স: সর্বম্ + সহা = সর্বংসহা; সম্ + সার = সংসার

ম্ + হ = ং + হ সম্ + হার = সংহার; সম্ + হত = সংহত; সম্ + হতি = সংহতি

ব্যতিক্রম: সম্ + রাট = সম্রাট, সম্ + রাজ্ঞী = সম্রাজ্ঞী

৫. চ্ ও জ্-এর পরে নাসিক্য ধ্বনি তালব্য হয়। যেমন–

চ্ + ন = চ্ + ঞ: যাচ্ + না = যাচ্ঞা; রাজ্ + নী = রাজ্ঞী

জ্ + ন = জ্ + ঞ: যজ্ + ন = যজ্ঞ

৬. দ্ ও ধ্-এর পরে ক, চ, ট, ত, প, খ, ছ, ঠ, থ, ফ থাকলে দ্ ও ধ্-এর স্থলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়। যেমন–

দ্ > ত্: তদ্ + কাল = তৎকাল; হৃদ্ + কম্প = হৃৎকম্প; তদ্ + পর = তৎপর; বিপদ্ + কাল = বিপৎকাল; আপদ্ + কাল = আপৎকাল; হৃদ্ + পিণ্ড = হৃৎপিণ্ড; মৃদ্ + পাত্র = মৃৎপাত্র; তদ্ + ফল = তৎফল; তদ্ + পুরুষ = তৎপুরুষ; বিপদ্ + পাত = বিপৎপাত; উদ্ + সর্গ = উৎসর্গ; তদ্ + সন্নিহিত = তৎসন্নিহিত; হৃদ্ + স্পন্দন = হৃৎস্পন্দন

ধ্ > ত্: ক্ষুধ্ + কাতর = ক্ষুৎকাতর; ক্ষুধ্ + পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা

৭. দ্ কিংবা ধ্-এর পরে স থাকলে দ্ ও ধ্ স্থলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়। যেমন–
বিপদ্ + সংকুল = বিপৎসংকুল; তদ্ + সম = তৎসম

৮. ষ-এর পরে ত্ বা থ্ থাকলে যথাক্রমে ত্ ও থ্ স্থানে ট ও ঠ হয়। যেমন–

ষ্ + ত্ = ত্ > ট্: কৃষ্ + তি = কৃষ্টি; বৃষ্ + তি = বৃষ্টি

ষ্ + থ্ = থ্ > ঠ্: ষষ্ + থ = ষষ্ঠ; ষষ্ + থী = ষষ্ঠী

৯. বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি:
উৎ + স্থান = উত্থান; পরি + কার = পরিষ্কার

পরি + কৃত = পরিষ্কৃত সম্ + কার = সংস্কার

উৎ + স্থাপন = উত্থাপন সম্ + কৃত = সংস্কৃত

১০. সন্ধি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। নিয়ম অনুসারে সন্ধি হয় না। যেমন–

আ + চর্য = আশ্চর্য মনস্ + ঈষা = মনীষা

গো + পদ = গোষ্পদ তৎ + কর = তস্কর

বন + পতি = বনস্পতি ষট্ + দশ = ষোড়শ

বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি পর + পর = পরস্পর

এক + দশ = একাদশ পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি

(গ) **বিসর্গসন্ধি:** সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে পদের অন্তস্থিত র্ ও স্ অনেক ক্ষেত্রে অঘোষ উষ্মধ্বনি অর্থাৎ হ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় এবং তা বিসর্গ (ঃ) রূপে লেখা হয়। র্ ও স্ বিসর্গ ব্যঞ্জনধ্বনির অন্তর্গত। সে কারণে বিসর্গসন্ধি ব্যঞ্জনসন্ধির অন্তর্গত। বস্তুত বিসর্গ র্ এবং স্-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বিসর্গকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা: ১. র-জাত বিসর্গ এবং ২. স্-জাত বিসর্গ।

১. **র-জাত বিসর্গ:** র্ স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে র্-জাত বিসর্গ। যেমন– অন্তর–অন্তঃ, প্রাতর–প্রাতঃ, পুনর–পুনঃ ইত্যাদি।

২. **স-জাত বিসর্গ:** স্ স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে স্-জাত বিসর্গ। যেমন– নমস্–নমঃ, পুরস্–পুরঃ, শিরস্–শিরঃ ইত্যাদি।

বিসর্গের সাথে অর্থাৎ র্ ও স্-এর সাথে স্বরধ্বনির কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গসন্ধি বলে। বিসর্গসন্ধি দুভাবে সাধিত হয়: (ক) বিসর্গ + স্বর এবং (খ) বিসর্গ + ব্যঞ্জন।

(ক) বিসর্গ ও স্বরের সন্ধি

১. অ ধ্বনির পরস্থিত (অঘোষ উষ্মধ্বনি) বিসর্গের পর অ ধ্বনি থাকলে অ + ঃ + অ-এর তিনে মিলে ও-কার হয়। যেমন–

ততঃ + অধিক = ততোধিক মনঃ + যোগ = মনোযোগ

বয়ঃ + অতিরিক্ত = বয়োতিরিক্ত বয়ঃ + অধিক = বয়োধিক

মনঃ + অভিলাষ = মনোভিলাষ যশঃ + অভিলাষ = যশোভিলাষ

২. অ ধ্বনির সঙ্গে বিসর্গ এবং পরে অ, আ, উ ধ্বনি থাকলে বিসর্গ এবং অ ধ্বনি মিলে 'র' হয়। যেমন–

পুনঃ + অধিকার = পুনরধিকার প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ

পুনঃ + আবৃত্তি = পুনরাবৃত্তি পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত

(খ) বিসর্গ + ব্যঞ্জনের সন্ধি

১. অ-কারের পরস্থিত স্-জাত বিসর্গের পর ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি নাসিক্যধ্বনি কিংবা অন্তস্থ য, অন্তস্থ ব, র, ল, হ থাকলে অ-কার ও স্ জাত বিসর্গ উভয় স্থলে ও-কার হয়। যেমন–

তিরঃ + ধান = তিরোধান মনঃ + রম = মনোরম

তপঃ + বন = তপোবন মনঃ + হর = মনোহর

অধঃ + বদন = অধোবদন ছন্দঃ + বিশ্লেষণ = ছন্দোবিশ্লেষণ

মনঃ + রম = মনোরম মনঃ + রঞ্জন = মনোরঞ্জন

তেজঃ + রশ্মি = তেজোরশ্মি তেজঃ + রাশি = তেজোরাশি

অহঃ + রাত্র = অহোরাত্র যশঃ + লাভ = যশোলাভ

যশঃ + লিপ্সা = যশোলিপ্সা পুরঃ + হিত = পুরোহিত

মনঃ + হরণ = মনোহরণ মনঃ + হারী = মনোহারী

২. অ-কারের পরস্থিত র্-জাত বিসর্গের পর উপর্যুক্ত ধ্বনিসমূহের কোনোটি থাকলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। যেমন–

অন্তঃ + নিহিত = অন্তর্নিহিত   অন্তঃ + ঘাত = অন্তর্ঘাত
পুনঃ + মাত্রা = পুনর্মাত্রা   প্রাতঃ + ভ্রমণ = প্রাতর্ভ্রমণ
প্রাতঃ + উত্থান = প্রাতরুত্থান

৩. অ ও আ ভিন্ন অন্য স্বরের পরে বিসর্গ থাকলে এবং তার সঙ্গে অ, আ-বর্গীয় ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ নাসিক্য ধ্বনি কিংবা য, র, ল,ব, হ-এর সন্ধি হলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। যেমন–

নিঃ + আকরণ = নিরাকরণ   দুঃ + যোগ = দুর্যোগ
নিঃ + জন = নির্জন

ব্যতিক্রম: ই কিংবা উ-ধ্বনির পরের বিসর্গের সঙ্গে 'র'-এর সন্ধি হলে বিসর্গের লোপ হয় ও বিসর্গের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়। যেমন–

নিঃ + রোগ = নীরোগ   নিঃ + রস = নীরস
নিঃ + রব = নীরব   চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষূরোগ
নিঃ + রক্ত = নীরক্ত   নিঃ + রন্ধ্র = নীরন্ধ্র

৪. বিসর্গের পর চ/ছ থাকলে বিসর্গের স্থলে শ হয়; ট/ঠ থাকলে ষ এবং ত/থ থাকলে স হয়। যেমন–

ঃ + চ/ছ = শ + চ/ছ:
নিঃ + ছিদ্র = নিশ্ছিদ্র   নিঃ + চয় = নিশ্চয়
দুঃ + চরিত্র = দুশ্চরিত্র   দুঃ + চিন্তা = দুশ্চিন্তা
দুঃ + চেষ্টা = দুশ্চেষ্টা   নিঃ + চেষ্ট = নিশ্চেষ্ট
শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ   প্রায়ঃ + চিত্ত = প্রায়শ্চিত্ত
নিঃ + চল = নিশ্চল   নিঃ + চিন্ত = নিশ্চিন্ত
নিঃ + চিহ্ন = নিশ্চিহ্ন   নিঃ + চুপ = নিশ্চুপ
পুনঃ + চ = পুনশ্চ

ঃ + ট/ঠ = ষ + ট/ঠ:
চতুঃ + টয় = চতুষ্টয়   ধনুঃ + টংকার = ধনুষ্টংকার
নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর

ঃ + ত/থ = স + ত/থ:
নিঃ + তেজ = নিস্তেজ   ইতঃ + তত = ইতস্তত
দুঃ + থ = দুস্থ   অন্তঃ + তল = অন্তস্তল
অধঃ + তন = অধস্তন   দুঃ + তর = দুস্তর
নভঃ + তল = নভস্তল   নিঃ + তার = নিস্তার
মনঃ + তত্ত্ব = মনস্তত্ত্ব   মনঃ + তাপ = মনস্তাপ
মনঃ + তুষ্টি = মনস্তুষ্টি   শিরঃ + ত্রাণ = শিরস্ত্রাণ

৫. অঘোষ অল্পপ্রাণ ও অঘোষ মহাপ্রাণ কণ্ঠ্য কিংবা ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন (ক, খ, প, ফ) পরে থাকলে অ বা আ ধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ দন্ত্য শিসধ্বনি (স) হয় এবং অ বা আ ব্যতীত অন্য স্বরধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ মূর্ধন্য শিসধ্বনি (ষ) হয়। যেমন–

অ-এর পরে ঃ + ক = স + ক:
অয়ঃ + কঠিন = অয়স্কঠিন   তিরঃ + কার = তিরস্কার
তেজঃ + কর = তেজস্কর   বয়ঃ + ক = বয়স্ক
তেজঃ + ক্রিয় = তেজস্ক্রিয়   নমঃ + কার = নমস্কার
পুরঃ + কার = পুরস্কার   মনঃ + কামনা = মনস্কামনা
অ-এর পরে ঃ + খ = স + খ   পদঃ + খলন = পদস্খলন
আ-এর পরে ঃ + ক = স + ক   ভাঃ + কর = ভাস্কর
ই-এর পরে ঃ + ফ = ষ + ফ   নিঃ + ফল = নিষ্ফল
উ-এর পরে ঃ + ক = ষ + ক   চতুঃ + কোণ = চতুষ্কোণ

৬. পূর্বপদের অন্ত্য বিসর্গের পর ক্ /ক্ষ্ /ঘ্ /প্ /ফ্ /র্ /শ্ /স্ থাকলে সন্ধিতে বিসর্গ অক্ষত থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ধির বিসর্গ লোপ হয় না। যেমন–

ঃ + ক্ = ঃ + ক্:	অধঃ + ক্রম = অধঃক্রম	অন্তঃ + করণ = অন্তঃকরণ
	অন্তঃ + কোণ = অন্তঃকোণ	অন্তঃ + ক্রীড়া = অন্তঃক্রীড়া
	প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল	মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট
ঃ + ক্ষ্ = ঃ + ক্ষ্:	অধঃ + ক্ষেপ = অধঃক্ষেপ	মনঃ + ক্ষুণ্ন = মনঃক্ষুণ্ন
ঃ + প্ = ঃ + প্:	অতঃ + পর = অতঃপর	অধঃ + পতন = অধঃপতন
	অন্তঃ + পুর = অন্তঃপুর	ইতঃ + পূর্বে = ইতঃপূর্বে
	ছন্দঃ + পতন = ছন্দঃপতন	জ্যোতিঃ + পুঞ্জ = জ্যোতিঃপুঞ্জ
	পয়ঃ + প্রণালি = পয়ঃপ্রণালি	পুনঃ + পুন = পুনঃপুন
	পুনঃ + প্রবেশ = পুনঃপ্রবেশ	মনঃ + পীড়া = মনঃপীড়া
	মনঃ + পূত = মনঃপূত	স্রোতঃ + পথ = স্রোতঃপথ
ঃ + শ্ = ঃ + শ্:	অন্তঃ + শীলা = অন্তঃশীলা	চতুঃ + শাখ = চতুঃশাখ
	চতুঃ + শাল = চতুঃশাল	জ্যোতিঃ + শাস্ত্র = জ্যোতিঃশাস্ত্র
	নিঃ + শঙ্ক = নিঃশঙ্ক	নিঃ + শর্ত = নিঃশর্ত
	বহিঃ + শুল্ক = বহিঃশুল্ক	অন্তঃ + শত্রু = অন্তঃশত্রু
	অন্তঃ + শূল = অন্তঃশূল	চক্ষুঃ + শূল = চক্ষুঃশূল
	দুঃ + শাসন = দুঃশাসন	অন্তঃ + শীল = অন্তঃশীল
	নিঃ + শত্রু = নিঃশত্রু	নিঃ + শব্দ = নিঃশব্দ
	নিঃ + শেষ = নিঃশেষ	বহিঃ + শত্রু = বহিঃশত্রু
ঃ + স্ = ঃ + স্:	চতুঃ + সীমা = চতুঃসীমা	দুঃ + সময় = দুঃসময়
	দুঃ + সাধ্য = দুঃসাধ্য	দুঃ + সাহস = দুঃসাহস
	নিঃ + সজ্ঞা = নিঃসজ্ঞা	নিঃ + সন্তান = নিঃসন্তান
	নিঃ + সন্দেহ = নিঃসন্দেহ	নিঃ + সম্বল = নিঃসম্বল
	নিঃ + সাড় = নিঃসাড়	নিঃ + সীম = নিঃসীম
	নিঃ + স্ব = নিঃস্ব	নিঃ + স্বার্থ = নিঃস্বার্থ
	প্রাতঃ + সন্ধ্যা = প্রাতঃসন্ধ্যা	অন্তঃ + সলিলা = অন্তঃসলিলা
	বয়ঃ + সন্ধি = বয়ঃসন্ধি	দুঃ + স্বপ্ন = দুঃস্বপ্ন
	দুঃ + সংবাদ = দুঃসংবাদ	নিঃ + সংশয় = নিঃসংশয়
	প্রাতঃ + স্নান = প্রাতঃস্নান	অন্তঃ + সার = অন্তঃসার
	মনঃ + সংযোগ = মনঃসংযোগ	

৭. যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি স্ত, স্থ কিংবা স্প পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গ অবিকৃত থাকে অথবা লোপ পায় । যেমন–

দুঃ + স্থ = দুঃস্থ কিংবা দুস্থ	নিঃ + শ্বাস = নিঃশ্বাস কিংবা নিশ্বাস
নিঃ + স্পন্দ = নিঃস্পন্দ কিংবা নিস্পন্দ	নিঃ + স্তব্ধ = নিঃস্তব্ধ কিংবা নিস্তব্ধ
বহিঃ + স্থ = বহিঃস্থ কিংবা বহিস্থ	

কয়েকটি বিশেষ বিসর্গসন্ধির উদাহরণ:

বাচঃ + পতি = বাচস্পতি	অহঃ + নিশ = অহর্নিশ

অহঃ + অহ = অহরহ

প্রস্তুতিমূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন–১ সন্ধি কাকে বলে? বাংলা ব্যাকরণে সন্ধির প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিত আলোচনা করো।

সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। বাংলা ব্যাকরণে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনি বা দুটি বর্ণ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে যখন উচ্চারণে পরিবর্তন ঘটায় এবং একটি নতুন রূপ তৈরি করে, তখন তাকে সন্ধি বলে। অর্থাৎ, প্রথম শব্দের শেষ ধ্বনি এবং পরের শব্দের প্রথম ধ্বনি মিলিত হয়ে যে ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটায়, সেটিই সন্ধি।

উদাহরণ:

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয় দেব + আলয় = দেবালয়

সিংহ + আসন = সিংহাসন হিম + আলয় = হিমালয়

এখানে 'বিদ্যা' শব্দের শেষের 'আ' এবং 'আলয়' শব্দের প্রথমের 'আ' মিলিত হয়ে 'বিদ্যালয়' শব্দ তৈরি করেছে। আবার 'দেব' ও 'আলয়' মিলিত হয়ে 'দেবালয়' হয়েছে। এভাবে সন্ধির মাধ্যমে দুটি শব্দের ধ্বনিগত মিলনে একটি নতুন শব্দ তৈরি হয়। আপনার দেওয়া তথ্যেও সন্ধিকে বাংলা ব্যাকরণে শব্দ গঠনের একটি মাধ্যম বলা হয়েছে এবং এর মূল উদ্দেশ্য হিসেবে উচ্চারণের সহজতা ও ধ্বনিগত মাধুর্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলা ব্যাকরণে সন্ধির প্রয়োজনীয়তা:

প্রথমত, সন্ধি ভাষার উচ্চারণকে সহজ করে। মানুষ যখন দ্রুত ও স্বাভাবিকভাবে কথা বলে, তখন পাশাপাশি থাকা দুটি শব্দের ধ্বনি আলাদা আলাদাভাবে উচ্চারণ করা অনেক সময় কষ্টকর হয়। সন্ধি সেই কষ্ট দূর করে উচ্চারণকে সহজ ও সাবলীল করে। যেমন– 'বিদ্যা আলয়' আলাদা করে বলার চেয়ে 'বিদ্যালয়' বলা সহজ ও সুন্দর।

দ্বিতীয়ত, সন্ধি ভাষায় ধ্বনিগত মাধুর্য সৃষ্টি করে। ধ্বনির মিলনের ফলে শব্দের উচ্চারণ কোমল, সুন্দর ও শ্রুতিমধুর হয়। যেমন– 'সিংহ আসন' বলার চেয়ে 'সিংহাসন' শব্দটি শ্রুতিমধুর। ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সন্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, সন্ধির মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠন করা যায়। বাংলা ভাষায় বহু শব্দ সন্ধির মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। যেমন– দেব + আলয় = দেবালয়, বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়, বঙ্গ + উপসাগর = বঙ্গোপসাগর। এসব শব্দ ভাষার শব্দভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

চতুর্থত, সন্ধি বাক্যকে সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জল করে। দুটি শব্দ আলাদা রাখলে বাক্য দীর্ঘ ও ভারী হয়ে যায়। কিন্তু সন্ধি করলে শব্দ ছোটো ও সংহত হয়। যেমন– 'দেবতার আলয়' বলার পরিবর্তে "দেবালয়" বলা যায়। এতে ভাষা সংক্ষিপ্ত হয় এবং বক্তব্য দ্রুত প্রকাশ করা যায়।

পঞ্চমত, সন্ধি বানান ও শব্দ গঠনের নিয়ম বুঝতে সাহায্য করে। বাংলা ভাষায় অনেক শব্দের গঠন বুঝতে হলে সন্ধির নিয়ম জানা প্রয়োজন। যেমন– 'বঙ্গোপসাগর' শব্দটি কেন 'বঙ্গউপসাগর' নয়, তা বোঝার জন্য জানতে হবে যে অ/আ + উ/ঊ হলে 'ও' হয়। তাই বঙ্গ + উপসাগর = বঙ্গোপসাগর।

ষষ্ঠত, সন্ধি সংস্কৃত ও তৎসম শব্দ বোঝার জন্য প্রয়োজনীয়। বাংলা ভাষায় বহু তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়। এসব শব্দের গঠন, উচ্চারণ ও বানান বুঝতে সন্ধির জ্ঞান দরকার। যেমন– মহা + ঈশ = মহেশ, সপ্ত + ঋষি = সপ্তর্ষি, ততঃ + অধিক = ততোধিক।

সপ্তমত, সন্ধি ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব অংশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাষার ধ্বনি কীভাবে পরিবর্তিত হয়, কীভাবে এক ধ্বনি অন্য ধ্বনির সঙ্গে মিশে নতুন রূপ নেয়– এসব বোঝার জন্য সন্ধি জানা জরুরি।

অতএব, সন্ধি শুধু শব্দ মিলনের নিয়ম নয়; এটি ভাষার সৌন্দর্য, উচ্চারণের সহজতা, শব্দ গঠন, বানানশুদ্ধি এবং ভাষার প্রাঞ্জলতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

প্রশ্ন–২ সন্ধি কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার সন্ধির সংজ্ঞাসহ উদাহরণ আলোচনা করো।

বাংলা ব্যাকরণে সন্ধি সাধারণত দুইভাবে ভাগ করা যায়।

প্রথম ভাগ: ক. বাংলা সন্ধি, খ. তৎসম সন্ধি

বাংলা সন্ধি আবার দুই প্রকার: ক. স্বরসন্ধি, খ. ব্যঞ্জনসন্ধি

তৎসম সন্ধি তিন প্রকার: ক. স্বরসন্ধি, খ. ব্যঞ্জনসন্ধি, গ. বিসর্গসন্ধি

সাধারণভাবে আলোচনার সুবিধার জন্য সন্ধিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়:

১. স্বরসন্ধি, ২. ব্যঞ্জনসন্ধি, ৩. বিসর্গসন্ধি

১. স্বরসন্ধি: যখন একটি স্বরধ্বনির সঙ্গে আরেকটি স্বরধ্বনির মিলন ঘটে এবং নতুন ধ্বনিগত রূপ তৈরি হয়, তখন তাকে স্বরসন্ধি বলে।

উদাহরণ:

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়　　সিংহ + আসন = সিংহাসন

হিম + আলয় = হিমালয়　　মহা + ঈশ = মহেশ

বঙ্গ + উপসাগর = বঙ্গোপসাগর

বিশ্লেষণ:

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়

এখানে ‘বিদ্যা’ শব্দের শেষে ‘আ’ এবং ‘আলয়’ শব্দের শুরুতে ‘আ’ আছে। দুটি স্বরধ্বনি মিলিত হয়ে ‘আ’ ধ্বনি বজায় রেখে নতুন শব্দ ‘বিদ্যালয়’ তৈরি করেছে।

২. ব্যঞ্জনসন্ধি: যখন স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি ও স্বরধ্বনি অথবা ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির মিলনে নতুন ধ্বনিগত রূপ তৈরি হয়, তখন তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে।

উদাহরণ:

বিপদ + জনক = বিপজ্জনক　　উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ

তদ্ + লিখিত = তল্লিখিত　　সম্ + গীত = সংগীত/সঙ্গীত

পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ

বিশ্লেষণ:

বিপদ + জনক = বিপজ্জনক

এখানে ‘বিপদ’ শব্দের শেষের ‘দ্’ এবং ‘জনক’ শব্দের প্রথমের ‘জ’ মিলিত হয়ে ‘জ্জ’ হয়েছে। তাই এটি ব্যঞ্জনসন্ধি।

৩. বিসর্গসন্ধি: যখন বিসর্গ বা ‘ঃ’ চিহ্নের সঙ্গে পরবর্তী স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির মিলনে ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে, তখন তাকে বিসর্গসন্ধি বলে। বিসর্গসন্ধি সাধারণত তৎসম শব্দে ঘটে এবং এটি ব্যঞ্জনসন্ধির অন্তর্গত বলে ধরা হয়।

উদাহরণ:

আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ　　ততঃ + অধিক = ততোধিক

মনঃ + মোহন = মনোমোহন　　নিঃ + কর = নিষ্কর

অন্তঃ + স্থ = অন্তস্থ

বিশ্লেষণ:

আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ

এখানে ‘আশীঃ’ শব্দের বিসর্গ ‘ঃ’ পরবর্তী ‘বাদ’ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ‘ ।’ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই ‘আশীর্বাদ’ শব্দটি গঠিত হয়েছে।

অনুশীলনী

১. সন্ধি বলতে কী বুঝ? সন্ধি কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো। *[রা. বো. '১০]*

অথবা, সন্ধি কী? সন্ধির শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করো।

২. বাংলা ভাষায় সন্ধির আবশ্যকতা আলোচনা করো। *[সি. বো. '০৩]*

অথবা, সন্ধি কাকে বলে? সন্ধির প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো। *[কু. বো. '০৯]*

৩. সন্ধি ও সমাসের মধ্যে পার্থক্য কী? উদাহরণসহ লেখো। *[ব. বো. '০৫; য. বো. '০৮; ঢা. বো. '১০]*

অথবা, সন্ধি ও সমাসের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করো।

[ঢা. বো. '০৭, '১২; ব. বো. '০৭, '১৩; সি. বো. '১১, '১৩; চ. বো. '০৫, '০৯, '১৩, '১৬; য., দি. বো. '১৩]

৪. নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও। *[চ. বো. '১০]*

৫. সন্ধি বিচ্ছেদ করো: *[রা. বো. '০৭, '০৮; সি. বো. '০৫; য. কু. বো. '১২; ঢা. বো. '১৩]*

অত্যন্ত, অন্যান্য, অহরহ, কিংবা, গীতাঞ্জলি, জলৌকা, তৃষ্ণার্ত, তস্কর, দিগন্ত, দুর্গতি, নাবিক, নায়ক, নিস্প্রাণ, পবন, পরীক্ষা, প্রচ্ছদ, বনস্পতি, বাঙ্ময়, ভাবুক, মহার্ঘ, মুখচ্ছবি, মৃন্ময়, যথার্থ, রাজর্ষি, রাজ্ঞী, শীতার্ত, সংগীত, সংবাদ, সংসার, সপ্তর্ষি, সুপ্তোত্থিত, নিস্তার, প্রত্যেক, নীরব, ষড়যন্ত্র, হিংসা, গবেষণা।

NABARUN PUBLICATION